দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 2[illegible] MAR 1998

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

29

খোদ রাজধানীতেই রয়েছে ৯টি অননুমোদিত প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে বহু বেসরকারী মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ

রেজোয়ানুল হক

দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারী মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ গজিয়ে উঠছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা নিয়মকানুনের ধার ধারছেন না। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা-শিক্ষা শাখার হিসাব অনুযায়ী দেশে অনুমোদনপ্রাপ্ত এ ধরনের কলেজের চাইতে অননুমোদিত কলেজের সংখ্যাই বেশি। বেআইনীভাবে কলেজ স্থাপন এবং লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে ছাত্র ভর্তির অসংখ্য অভিযোগ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ভাবিয়ে তুলেছে এবং তারা এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

১৯৮০ সালের বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন অনুযায়ী অনুমোদন না নিয়ে এ ধরনের কলেজ স্থাপন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বর্তমানে দেশে সরকারের অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারী মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ রয়েছে ৫টি। এগুলো হচ্ছে, বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ, ধানমণ্ডি ঢাকা, ইনস্টিটিউট অব হেলথ সায়েন্স চট্টগ্রাম, জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ, জেডএইচ শিকদার মহিলা মেডিক্যাল কলেজ, রায়ের বাজার, ঢাকা এবং বাংলাদেশ ডেন্টাল কলেজ, ধানমণ্ডি ঢাকা। এছাড়া সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্ত কলেজ রয়েছে ৭টি। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, জনসন রোড, ঢাকা, উত্তরা মহিলা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা, কমিউনিটি বেজড মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহ, জালালাবাদ রাগীব রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট, ফেনী মেডিক্যাল কলেজ, ফেনী, পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজ, মালিবাগ, ঢাকা এবং সিটি ডেন্টাল কলেজ, মালিবাগ, ঢাকা।

এই ১২টি কলেজের বাইরে আরও ১৩টি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ রয়েছে, যেগুলো সরকার অনুমোদিত নয়। এই ১৩টির মধ্যে ৯টিই ঢাকায় অবস্থিত, যদিও এর কয়েকটির কোন অস্তিত্বই মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা খুঁজে পাননি। অননুমোদিত এই কলেজগুলো হচ্ছে— ইবনেসিনা মেডিক্যাল কলেজ, ধানমণ্ডি ঢাকা, এনায়েত মেডিক্যাল কলেজ, ধানমণ্ডি ঢাকা, থিওল মেডিক্যাল কলেজ, গ্রীন রোড, ঢাকা, আল শেফা মেডিক্যাল কলেজ, ধানমণ্ডি ঢাকা, মিডল্যান্ড মেডিক্যাল কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, উম্মা মেডিক্যাল কলেজ, মিরপুর, ঢাকা, বনানী মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা, নর্থ ইস্ট মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট, বগুড়া মেডিক্যাল কলেজ, বগুড়া, ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজ, ধানমণ্ডি, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ ডেন্টাল কলেজ, কিশোরগঞ্জ। এছাড়া ঢাকার উত্তরা ও সাভারে আরও দুটি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জনকণ্ঠকে বলেন, অননুমোদিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে অস্তিত্ববিহীন মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ সম্পর্কে বহু অভিযোগ পাওয়া গেছে। কমন অভিযোগটি হলো— লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে তারা ছাত্র ভর্তি করছে। তিনি বলেন, যেহেতু সরকারী অনুমোদনবিহীন কলেজগুলোর ডিগ্রী দেয়ার কোন অধিকার নেই, তাই এটা শিক্ষার নামে প্রতারণার শামিল। তিনি জানান, মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ ধরনের কলেজ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একাধিক টিম গঠন করে অভিযুক্ত কলেজগুলো সম্পর্কে সরেজমিন তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষে এ ধরনের কলেজের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। অনুমোদিত কলেজগুলোতেও শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে কিনা তদন্ত কমিটি তাও দেখবে বলে তিনি জানিয়েছেন।